#  Dr Ruma Ray

# ভয়াবহ অর্থনৈতিক পরিস্থিতির মুখে বাংলাদেশসহ সমগ্র দক্ষিণ এশিয়া

**দক্ষিণ এশিয়া গত ৪০ বছরের মধ্যে সবচেয়ে বাজে অর্থনৈতিক অবস্থায় পড়তে যাচ্ছে বলে সতর্ক করেছে বিশ্বব্যাংক। রবিবার বিশ্বের সবচেয়ে বড় এই আর্থিক প্রতিষ্ঠানের পক্ষ থেকে দাবি করা হয়েছে, এখানে দীর্ঘ কয়েক দশকের প্রচেষ্টায় দারিদ্র্যের বিরুদ্ধে লড়াইয়ে যে অগ্রগতি হয়েছে তাও ঝুঁকিতে পড়েছে। এরইমধ্যে ভয়াবহ অর্থনৈতিক সংকট দৃশ্যমান।**

বাংলাদেশ, ভারত, পাকিস্তান, আফগানিস্তান ও অন্যান্য কয়েকটি ছোট দেশের এ অঞ্চলে জনসংখ্যা ১৮০ কোটি। বিশ্বের সবথেকে ঘনবসতিপূর্ণ শহরগুলোর অনেকগুলোই এই দেশগুলোতে। বিশেষজ্ঞদের বরাত দিয়ে বিশ্বব্যাংক জানিয়েছে, এখানে করোনাভাইরাস এখনও ভয়াবহ মাত্রায় না ছাড়ালেও আগামী দিনে এই অঞ্চলটিই হয়ে উঠতে পারে করোনার ‘হটস্পট’।

সংস্থাটি জানিয়েছে, শহর ও গ্রামাঞ্চলে ব্যাপকভিত্তিক লকডাউনের কারণে স্বাভাবিক ব্যবসায়িক কর্মকাণ্ড বন্ধ হয়ে গেছে, পশ্চিমা ক্রেতারা অর্ডার বাতিল করেছে এবং বিপুল সংখ্যক দরিদ্র মানুষ আকস্মিকভাবেই কর্মহীন। তাদের প্রতিবেদন অনুযায়ী, অত্যন্ত প্রতিকূল একটি ঝড়ের কবলে পড়েছে দক্ষিণ এশিয়া। পর্যটন থেমে গেছে, সরবরাহ ব্যবস্থা বিপর্যস্ত, তৈরি পোশাকের চাহিদা ভেঙ্গে পড়েছে এবং ভোক্তা ও বিনিয়োগ আস্থায় চরম অবনতি হয়েছে।

বিশ্ব ব্যাংকের আগের পূর্বাভাসে বলা হয়েছিলো এ বছর এ অঞ্চলের জিডিপি প্রবৃদ্ধি হবে ৬.৩ শতাংশ। আর এখন সংস্থার পূর্বাভাস হচ্ছে প্রবৃদ্ধি কমে হবে মাত্র ১.৮ থেকে ২.৮ শতাংশ। এমনকি দক্ষিণ এশিয়ার অর্ধেক দেশ গভীর মন্দায় পড়বে বলে আশঙ্কা প্রকাশ করা হয়েছে।

সবচেয়ে ক্ষতিগ্রস্থ দেশগুলোর অন্যতম মালদ্বীপ। এ দেশটির পর্যটন বিপর্যস্ত হলে জিডিপি প্রবৃদ্ধি ১৩ শতাংশ সংকোচিত হবে। আফগানিস্তানের জিডিপি প্রবৃদ্ধিও ৫.৯ শতাংশ সংকোচিত হবে এবং পাকিস্তানের জিডিপি প্রবৃদ্ধি সংকোচিত হবে ২.২ শতাংশ।

সবচেয়ে বড় আঞ্চলিক দেশ ভারতের চলতি অর্থবছরে জিডিপি প্রবৃদ্ধি হবে মাত্র ১.৫ থেকে ২.৮ শতাংশ। যা আগের অনুমান ৪.৮-৫.০ শতাংশের চেয়ে অনেক কম।

প্রতিবেদনে বলা হয়, করোনা মহামারিতে এ অঞ্চলে অসমতা আরও প্রকট হবে। বিশেষ করে অনানুষ্ঠানিক খাতের শ্রমিকরা ব্যাপকভাবে ক্ষতিগ্রস্থ হবে। তারা স্বাস্থ্যসেবা পেলেও সামান্য পাবে, সেইসঙ্গে সামাজিক নিরাপত্তাও খুব একটা পাবে না।

এমন বাস্তবতায় বিশ্বব্যাংক জনগণের সুরক্ষায় জরুরিভিত্তিতে স্বাস্থ্যসেবা বাড়ানো, বিশেষ করে দরিদ্র ও ঝুঁকিতে থাকা জনগণকে স্বাস্থ্যসেবার আওতায় আনার পরামর্শ দিয়েছে। তাদের নিরাপত্তা বেষ্টনীতে আনা ও খাদ্য সরবরাহ নিশ্চিত করা, চিকিৎসা সরঞ্জামের ব্যবস্থা করা এবং সেই সঙ্গে অর্থনৈতিক পুনরুদ্ধারের পরিকল্পনা নেওয়ার সুপারিশ করেছে তারা।

১৯৫০-এর দশক থেকে ১৯৮০-এর দশক পর্যন্ত ভারত [সমাজতান্ত্রিক](https://bn.m.wikipedia.org/wiki/%E0%A6%B8%E0%A6%AE%E0%A6%BE%E0%A6%9C%E0%A6%A4%E0%A6%A8%E0%A7%8D%E0%A6%A4%E0%A7%8D%E0%A6%B0)-ধাঁচের অর্থনৈতিক নীতি অনুসরণ করে চলে। স্বাধীনতা-উত্তর যুগের অধিকাংশ সময় জুড়ে ভারতে যে আধা-যুক্তরাষ্ট্রীয় ব্যবস্থা প্রচলিত ছিল, তাতে বেসরকারি উদ্যোগ, বৈদেশিক বাণিজ্য ও প্রত্যক্ষ বিদেশি বিনিয়োগের ওপর কঠোর সরকারি বিধিনিষেধ আরোপিত থাকত। ১৯৯১ সালে [অর্থনৈতিক সংস্কারের](https://bn.m.wikipedia.org/wiki/%E0%A6%AD%E0%A6%BE%E0%A6%B0%E0%A6%A4%E0%A7%87_%E0%A6%85%E0%A6%B0%E0%A7%8D%E0%A6%A5%E0%A6%A8%E0%A7%88%E0%A6%A4%E0%A6%BF%E0%A6%95_%E0%A6%89%E0%A6%A6%E0%A6%BE%E0%A6%B0%E0%A7%80%E0%A6%95%E0%A6%B0%E0%A6%A3) মাধ্যমে ক্রমান্বয়ে ভারত তার বাজার উন্মুক্ত করে দেয়। বিদেশি বাণিজ্য ও বিনিয়োগের উপর সরকারি কর্তৃত্ব শিথিল করা হয়।[[৩৬]](https://bn.m.wikipedia.org/wiki/%E0%A6%AD%E0%A6%BE%E0%A6%B0%E0%A6%A4#cite_note-Montek-37) এর ধনাত্মক প্রভাবে মার্চ ১৯৯১ সালে ৫.৮ বিলিয়ন [মার্কিন ডলার](https://bn.m.wikipedia.org/wiki/%E0%A6%AE%E0%A6%BE%E0%A6%B0%E0%A7%8D%E0%A6%95%E0%A6%BF%E0%A6%A8_%E0%A6%A1%E0%A6%B2%E0%A6%BE%E0%A6%B0) থেকে বৈদেশিক মুদ্রা সঞ্চয় ৪ জুলাই, ২০০৮ তারিখে বেড়ে দাঁড়ায় ৩০৮ বিলিয়ন মার্কিন ডলারে।[[৯৬]](https://bn.m.wikipedia.org/wiki/%E0%A6%AD%E0%A6%BE%E0%A6%B0%E0%A6%A4#cite_note-rbiforexjune07-97) ঘাটতি কমে আসে কেন্দ্রীয় ও রাজ্য বাজেটগুলিতে।[[৯৭]](https://bn.m.wikipedia.org/wiki/%E0%A6%AD%E0%A6%BE%E0%A6%B0%E0%A6%A4#cite_note-Revenue_surge_boosts_fiscal_health-98) যদিও সরকারি মালিকানাধীন সংস্থাগুলির বেসরকারিকরণ এবং কোনও কোনও সরকারি খাত বেসরকারি ও বৈদেশিক অংশীদারদের নিকট মুক্ত করে দেওয়ায় রাজনৈতিক বিতর্ক সৃষ্টি হয়।[[৯৮]](https://bn.m.wikipedia.org/wiki/%E0%A6%AD%E0%A6%BE%E0%A6%B0%E0%A6%A4#cite_note-99)[[৯৯]](https://bn.m.wikipedia.org/wiki/%E0%A6%AD%E0%A6%BE%E0%A6%B0%E0%A6%A4#cite_note-100)

ভারতের মোট স্থুল আভ্যন্তরীক উৎপাদন বা জিডিপি ১.২৪৩ ট্রিলিয়ন মার্কিন ডলার[[১২]](https://bn.m.wikipedia.org/wiki/%E0%A6%AD%E0%A6%BE%E0%A6%B0%E0%A6%A4#cite_note-imf.org-13) যা [ক্রয়ক্ষমতা সমতার](https://bn.m.wikipedia.org/wiki/%E0%A6%95%E0%A7%8D%E0%A6%B0%E0%A6%AF%E0%A6%BC%E0%A6%95%E0%A7%8D%E0%A6%B7%E0%A6%AE%E0%A6%A4%E0%A6%BE_%E0%A6%B8%E0%A6%AE%E0%A6%A4%E0%A6%BE) (পিপিপি) পরিমাপে ৪.৭২৬ ট্রিলিয়ন মার্কিন ডলারের সমতূল্য। জিডিপি'র মানদণ্ডে ভারত বিশ্বের চতুর্থ বৃহত্তম অর্থনীতি। চলতি মূল্যে ভারতের [মাথাপিছু আয়](https://bn.m.wikipedia.org/wiki/%E0%A6%AE%E0%A6%BE%E0%A6%A5%E0%A6%BE%E0%A6%AA%E0%A6%BF%E0%A6%9B%E0%A7%81_%E0%A6%86%E0%A6%AF%E0%A6%BC) ৯৭৭ মার্কিন ডলার (বিশ্বে ১২৮তম) যা [ক্রয়ক্ষমতা সমতা](https://bn.m.wikipedia.org/wiki/%E0%A6%95%E0%A7%8D%E0%A6%B0%E0%A6%AF%E0%A6%BC%E0%A6%95%E0%A7%8D%E0%A6%B7%E0%A6%AE%E0%A6%A4%E0%A6%BE_%E0%A6%B8%E0%A6%AE%E0%A6%A4%E0%A6%BE) (পিপিপি) ভিত্তিক পরিমাপে ২,৭০০ মার্কিন ডলারের সমতূল্য (বিশ্বে ১১৮তম)। বিংশ শতাব্দীর প্রথমভাগে কৃষি প্রধান দেশ হিসাবে পরিচিত ভারতের বর্তমান জিডিপিতে পরিষেবা খাতের অবদান ৫৪ শতাংশ ; ইতিমধ্যে কৃষিখাতের অবদান হ্রাস পেয়ে ২৮ শতাংশে দাঁড়িয়েছে এবং শিল্পখাতের অবদান মাত্র ১৮ শতাংশ। বিগত দুই দশকে বিশ্বের অন্যতম দ্রুত বর্ধনশীল অর্থনীতি ভারতের গড় বার্ষিক জিডিপি বৃদ্ধির হার ছিল ৫.৭ শতাংশ

৫১৬.৩ মিলিয়ন জনসংখ্যা অধ্যুষিত ভারত পৃথিবীর দ্বিতীয় বৃহত্তম শ্রমশক্তির দেশ। এই শক্তির ৬০ শতাংশ নিয়োজিত কৃষিখাতে ও কৃষিসংক্রান্ত শিল্পগুলিতে, ২৮ শতাংশ পরিষেবা ও পরিষেবা-সংক্রান্ত শিল্পে এবং ১২ শতাংশ নিযুক্ত শিল্পখাতে।[[৩৪]](https://bn.m.wikipedia.org/wiki/%E0%A6%AD%E0%A6%BE%E0%A6%B0%E0%A6%A4#cite_note-CIA-35) প্রধান কৃষিজ ফসলগুলি হল [ধান](https://bn.m.wikipedia.org/wiki/%E0%A6%A7%E0%A6%BE%E0%A6%A8), [গম](https://bn.m.wikipedia.org/wiki/%E0%A6%97%E0%A6%AE), তৈলবীজ, তুলা, [পাট](https://bn.m.wikipedia.org/wiki/%E0%A6%AA%E0%A6%BE%E0%A6%9F), [চা](https://bn.m.wikipedia.org/wiki/%E0%A6%9A%E0%A6%BE), [আখ](https://bn.m.wikipedia.org/wiki/%E0%A6%86%E0%A6%96) ও [আলু](https://bn.m.wikipedia.org/wiki/%E0%A6%86%E0%A6%B2%E0%A7%81)। প্রধান শিল্পগুলি হল অটোমোবাইল, সিমেন্ট, রাসায়নিক, বৈদ্যুতিন ভোগ্যপণ্য, খাদ্য প্রক্রিয়াকরণ, যন্ত্রশিল্প, খনি, পেট্রোলিয়াম, ভেষজ, ইস্পাত, পরিবহন উপকরণ ও বস্ত্রশিল্প। ভারতের প্রাকৃতিক সম্পদগুলি হল আবাদি জমি, বক্সাইট, ক্রোমাইট, [কয়লা](https://bn.m.wikipedia.org/wiki/%E0%A6%95%E0%A6%AF%E0%A6%BC%E0%A6%B2%E0%A6%BE), [হিরে](https://bn.m.wikipedia.org/wiki/%E0%A6%B9%E0%A7%80%E0%A6%B0%E0%A6%95), আকরিক লৌহ, [চুনাপাথর](https://bn.m.wikipedia.org/wiki/%E0%A6%9A%E0%A7%81%E0%A6%A8%E0%A6%BE%E0%A6%AA%E0%A6%BE%E0%A6%A5%E0%A6%B0), [ম্যাঙ্গানিজ](https://bn.m.wikipedia.org/wiki/%E0%A6%AE%E0%A7%8D%E0%A6%AF%E0%A6%BE%E0%A6%99%E0%A7%8D%E0%A6%97%E0%A6%BE%E0%A6%A8%E0%A6%BF%E0%A6%9C), [অভ্র](https://bn.m.wikipedia.org/wiki/%E0%A6%85%E0%A6%AD%E0%A7%8D%E0%A6%B0), [প্রাকৃতিক গ্যাস](https://bn.m.wikipedia.org/wiki/%E0%A6%AA%E0%A7%8D%E0%A6%B0%E0%A6%BE%E0%A6%95%E0%A7%83%E0%A6%A4%E0%A6%BF%E0%A6%95_%E0%A6%97%E0%A7%8D%E0%A6%AF%E0%A6%BE%E0%A6%B8), [পেট্রোলিয়াম](https://bn.m.wikipedia.org/wiki/%E0%A6%96%E0%A6%A8%E0%A6%BF%E0%A6%9C_%E0%A6%A4%E0%A7%87%E0%A6%B2) ও [টাইটানিয়াম](https://bn.m.wikipedia.org/wiki/%E0%A6%9F%E0%A6%BE%E0%A6%87%E0%A6%9F%E0%A6%BE%E0%A6%A8%E0%A6%BF%E0%A6%AF%E0%A6%BC%E0%A6%BE%E0%A6%AE) আকরিক।[[৬৫]](https://bn.m.wikipedia.org/wiki/%E0%A6%AD%E0%A6%BE%E0%A6%B0%E0%A6%A4#cite_note-LOC_PROFILE-66) ভারতের দ্রুত অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে শক্তির চাহিদাও দিন দিন বৃদ্ধি পাচ্ছে। এনার্জি ইনফরমেশন অ্যাডমিনিস্ট্রেশনের মতে, ভারত পেট্রোলিয়ামজাত পণ্যের ষষ্ঠ বৃহত্তম ও কয়লার তৃতীয় বৃহত্তম ভোক্তা।[[১০১]](https://bn.m.wikipedia.org/wiki/%E0%A6%AD%E0%A6%BE%E0%A6%B0%E0%A6%A4#cite_note-102)

বিগত দুই দশকের উল্লেখযোগ্য অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি সত্ত্বেও ভারত বিশ্বের সর্বাপেক্ষা দারিদ্র্যপীড়িত রাষ্ট্র। শিশু-অপুষ্টির হারও বিশ্বের অন্যান্য দেশগুলির তুলনায় ভারতে সর্বাধিক: ২০০৭ সালের হিসেব অনুযায়ী ৪৬ শতাংশ)।[[১০২]](https://bn.m.wikipedia.org/wiki/%E0%A6%AD%E0%A6%BE%E0%A6%B0%E0%A6%A4#cite_note-103)[[১০৩]](https://bn.m.wikipedia.org/wiki/%E0%A6%AD%E0%A6%BE%E0%A6%B0%E0%A6%A4#cite_note-104) তবে বিশ্বব্যাঙ্ক নির্ধারিত দৈনিক ১.২৫ মার্কিন ডলারের আন্তর্জাতিক দারিদ্র্যরেখার (২০০৪ সালের হিসেব অনুযায়ী, [ক্রয়ক্ষমতা সমতা](https://bn.m.wikipedia.org/wiki/%E0%A6%95%E0%A7%8D%E0%A6%B0%E0%A6%AF%E0%A6%BC%E0%A6%95%E0%A7%8D%E0%A6%B7%E0%A6%AE%E0%A6%A4%E0%A6%BE_%E0%A6%B8%E0%A6%AE%E0%A6%A4%E0%A6%BE) নামমাত্র হিসেবে নগরাঞ্চলে দৈনিক ২১.৬ টাকা ও গ্রামাঞ্চলে দৈনিক ১৪.৩ টাকা) নিচে বসবাসকারী মানুষের সংখ্যা ১৯৮১ সালে ৬০ শতাংশ থেকে ২০০৫ সালে ৪২ শতাংশে নেমে এসেছে। সাম্প্রতিক দশকগুলিতে ভারত মন্বন্তর প্রতিরোধ করতে পারলেও, দেশের অর্ধেক শিশু ওজন ঘাটতিতে ভুগছে। এই হার সারা বিশ্বের নিরিখে কেবল উচ্চই নয়, এমনকী সাব-সাহারান আফ্রিকার হারের প্রায় দ্বিগুণ।[[১০৫]](https://bn.m.wikipedia.org/wiki/%E0%A6%AD%E0%A6%BE%E0%A6%B0%E0%A6%A4#cite_note-underweight-106)

সাম্প্রতিককালে, ভারতের বহুসংখ্যক শিক্ষিত [ইংরেজি](https://bn.m.wikipedia.org/wiki/%E0%A6%87%E0%A6%82%E0%A6%B0%E0%A7%87%E0%A6%9C%E0%A6%BF_%E0%A6%AD%E0%A6%BE%E0%A6%B7%E0%A6%BE)-পটু প্রশিক্ষিত পেশাদারগণ বিভিন্ন বহুজাতিক সংস্থা, মেডিক্যাল ট্যুরিজমে ও আউটসোর্সিং-এর কাজে নিযুক্ত হয়েছেন। বর্তমানে ভারত [সফটওয়্যার](https://bn.m.wikipedia.org/wiki/%E0%A6%B8%E0%A6%AB%E0%A6%9F%E0%A6%93%E0%A6%AF%E0%A6%BC%E0%A7%8D%E0%A6%AF%E0%A6%BE%E0%A6%B0) ও অর্থসংক্রান্ত, গবেষণাসংক্রান্ত ও প্রকৌশলগত পরিষেবার এক বৃহৎ রপ্তানিকারক।বস্ত্র, রত্ন, ইঞ্জিনিয়ারিং দ্রব্যাদি ও সফটওয়্যার ভারতের প্রধান রপ্তানি পণ্য। প্রধান প্রধান আমদানি পণ্যের মধ্যে রয়েছে অপরিশোধিত [তেল](https://bn.m.wikipedia.org/wiki/%E0%A6%96%E0%A6%A8%E0%A6%BF%E0%A6%9C_%E0%A6%A4%E0%A7%87%E0%A6%B2), যন্ত্রপাতি, [সার](https://bn.m.wikipedia.org/wiki/%E0%A6%B8%E0%A6%BE%E0%A6%B0) ও রাসায়নিক দ্রব্য। ভারতের প্রধানতম বাণিজ্য সহযোগী হল [মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র](https://bn.m.wikipedia.org/wiki/%E0%A6%AE%E0%A6%BE%E0%A6%B0%E0%A7%8D%E0%A6%95%E0%A6%BF%E0%A6%A8_%E0%A6%AF%E0%A7%81%E0%A6%95%E0%A7%8D%E0%A6%A4%E0%A6%B0%E0%A6%BE%E0%A6%B7%E0%A7%8D%E0%A6%9F%E0%A7%8D%E0%A6%B0), [ইউরোপীয় ইউনিয়ন](https://bn.m.wikipedia.org/wiki/%E0%A6%87%E0%A6%89%E0%A6%B0%E0%A7%8B%E0%A6%AA%E0%A7%80%E0%A6%AF%E0%A6%BC_%E0%A6%87%E0%A6%89%E0%A6%A8%E0%A6%BF%E0%A6%AF%E0%A6%BC%E0%A6%A8) ও [চীন](https://bn.m.wikipedia.org/wiki/%E0%A6%9A%E0%A7%80%E0%A6%A8)। ভারতের কেন্দ্রীয় ব্যাংক [ভারতীয় রিজার্ভ ব্যাংকের](https://bn.m.wikipedia.org/wiki/%E0%A6%AD%E0%A6%BE%E0%A6%B0%E0%A6%A4%E0%A7%80%E0%A6%AF%E0%A6%BC_%E0%A6%B0%E0%A6%BF%E0%A6%9C%E0%A6%BE%E0%A6%B0%E0%A7%8D%E0%A6%AD_%E0%A6%AC%E0%A7%8D%E0%A6%AF%E0%A6%BE%E0%A6%82%E0%A6%95) সদর দপ্তর দেশের বাণিজ্যিক রাজধানী নামে খ্যাত [মুম্বই](https://bn.m.wikipedia.org/wiki/%E0%A6%AE%E0%A7%81%E0%A6%AE%E0%A7%8D%E0%A6%AC%E0%A6%87) মহানগরীতে অবস্থিত।